ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৬৯০

আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

রাজ্যের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিতে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রকল্প দ্রুত রূপায়ণ করতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ

রাজ্যের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে কৃষি, মৎস্য, প্রাণীসম্পদ বিকাশ, ডেয়ারী ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলিতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যে সমস্ত প্রকল্প রয়েছে তা দ্রুত রূপায়ণের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। পাশাপাশি তিনি কৃষি দপ্তরের প্রতিটি প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করার জন্যও কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন। আজ মহাকরণের কনফারেন্স হলে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের বিভিন্ন ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পের পর্যালোচনা করে এই নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মৎস্য, প্রাণীসম্পদ বিকাশ, ডেয়ারী ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলি থেকে আয়ের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। রাজ্য সরকারও এই ক্ষেত্রগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। রাজ্যের কোন কোন এলাকায় ধান, ডাল, ইত্যাদি ফসল উৎপাদন হয় সেগুলি চিহ্নিত করে ক্লাস্টারের ভিত্তিতে চাষ করার জন্যও কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরকে উদ্যোগ নিতে হবে। পাশাপাশি উৎপন্ন ফসল বাজারজাত করণের উপরও গুরুত্ব দিতে হবে।

পর্যালোচনা সভায় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ড. দেবপ্রসাদ সরকার জানান, ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জমি পরীক্ষা করে কৃষকদের সয়েল হেলথ কার্ড প্রদান করছে দপ্তর। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে রাজ্যে ৫৮টি ব্লকের ১৯ হাজার ৭৭৬টি কৃষি জমি পরীক্ষা করে কৃষকদের সয়েল হেলথ কার্ড প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা দপ্তর নিয়েছে। ইতিমধ্যেই ৮২৫৪টি সয়েল হেলথ কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবর্ষে রাজ্যের প্রতিটি ব্লকের চিহ্নিত ৫টি গ্রামের সমস্ত কৃষকদের এক'শ শতাংশ সয়েল হেলথ কার্ড প্রদান করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এজন্য রাজ্যের ৫৮টি ব্লকের জন্য ২৯টি সয়েল টেষ্টিং ল্যাব স্থাপন করার পরিকল্পনা নিয়েছে দপ্তর। এছাড়াও বর্তমানে রাজ্যের তিনটি জেলায় যে সয়েল টেষ্টিং ল্যাব রয়েছে সেগুলি আরও উন্নতকরণের পাশাপাশি বাকি ৫টি জেলাতেও নতুন সয়েল টেষ্টিং ল্যাব স্থাপন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কৃষকদের শুধু সয়েল হেলথ কার্ড দিলেই হবেনা, কার্ড দেওয়ার পর সেইসব জমিতে ফসল উৎপাদন বেড়েছে কিনা তা দপ্তরকে পর্যালোচনা করতে হবে। উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শও প্রদান করতে হবে।

পর্যালোচনা সভায় অধিকর্তা ড. দেবপ্রসাদ সরকার আরও জানান, রাজ্যে মোট কৃষক রয়েছেন ৪ লক্ষ ৭২ হাজার জন। এর মধ্যে ২ লক্ষ ৯৬ হাজার জন কৃষকের নিজস্ব জমি রয়েছে। এদের মধ্যে ২ লক্ষ ৭০ হাজার জন কৃষকের কিষাণ ক্রেডিট কার্ড রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশানুসারে ফেব্রুয়ারি, ২০২০ এর মধ্যে বাকী কৃষকদের মধ্যে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড প্রদান করার লক্ষ্যে দপ্তর বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে।

*****২য় পাতায়

অধিকর্তা শ্রী সরকার সভায় আরও জানান, রাজ্যের মোট ৩৬ হাজার ৪ জন কৃষককে প্রধানমন্ত্রী ফসলবীমা যোজনার আওতায় আনা হয়েছে। এর মধ্যে খারিফ মরশুমে প্রধানমন্ত্রী ফসলবীমা যোজনার আওতায় আনা হয়েছে ২৯ হাজার ৪২৭ জন কৃষককে এবং রবি মরশুমের আওতায় আনা হয়েছে ৬৫৭৭ জন কৃষককে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী ফসলবীমা যোজনাকে কৃষকদের মধ্যে আরও বেশী করে প্রচারে নিয়ে যেতে হবে। প্রধানমন্ত্রী ফসলবীমা যোজনার মাধ্যমে কৃষকরা কিভাবে উপকৃত হতে পারেন সে বিষয়ে কৃষকদের সচেতন করতে হবে। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের যে সমস্ত প্রকল্প রয়েছে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রূপায়ণ করতে হবে। রাজ্যে বনাধিকার আইনে পাট্টাপ্রাপক জমিতে তিল, সরিষা, কালো ডাল ইত্যাদি চাষ করার জন্য দপ্তরকে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রতিবছর কি পরিমাণ জমিতে সরষে ও কালো ডাল চাষ করা হবে তার জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করার জন্য দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলক, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের প্রধান সচিব এস কে রাকেশ এবং পরিকল্পনা দপ্তরের বিশেষ সচিব অপূর্ব রায় উপস্থিত ছিলেন।

*****